প্রথম আলো

তারিখ 03 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। পাশে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ● ছবি : বাসস

১২৫ ইউআইটিআরসিই উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী

সব উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বুধবার দেশের ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্বোধন করেছেন। এ সময় তিনি বলেছেন, তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতে সব উপজেলাতেই এমন সেন্টার গড়ে তোলা হবে। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সকালে তাঁর তেজগাঁও কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আইসিটি রিসোর্স সেন্টারগুলো উদ্বোধন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ব্যুরো ও পরিসংখ্যানের (ব্যানবেইস) উদ্যোগে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সব উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে এ ১২৫টি সেন্টারের যাত্রা শুরু হলো। এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে এক লাখ শিক্ষককে আইসিটিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হবে। এ জন্য ১২৫টি ইউআইটিআরসিই আজ উদ্বোধন করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৬০টি সেন্টার নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৪৮৯টি উপজেলাতেই এই সেন্টার হবে। উন্নয়নকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁর সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কেবল শহর বা রাজধানীকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন করতে চাই না। উন্নয়নকে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে গেছি; সবার সমান উন্নয়ন করতে চাই।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত অং সিউয়েন ডো। ইউআইটিআরসিইর প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যানবেইসের পরিচালক ফসীউল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ করে দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে ২৬ হাজার মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত একটি করে এমন শ্রেণিকক্ষ করা হবে। এ জন্য বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আপনারা যে যেই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন, সে স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপনে একটি করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিয়ে হলেও সহযোগিতা করুন।...সেই স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে হলেও আপনাদের এগিয়ে আসা দরকার।' শেখ হাসিনা বলেন, এখন ১৬ কোটি মানুষ ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহার করে; অনেকে দুই-তিনটাও ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেন, কল সেন্টারের মাধ্যমে মানুষ দুই শতাধিক সেবা ঘরে বসেই পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবাও মোবাইলের মাধ্যমে হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, '১২৫টি উপজেলায় ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপনে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যানবেইসে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখন বিষয়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট নির্মাণের কাজ চলছে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার কক্ষ স্থাপনসহ উপজেলা থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের মাসব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারবেন।'

একই সঙ্গে স্থানীয় নাগরিকদের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি এসব কেন্দ্র থেকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপনকে দেশের জন্য একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ইউআইটিআরসিইর উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, রাজশাহীর পবায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন।